International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 57-67
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বিশ্বায়ন ও বিকাশশীল ভারত : একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

ত্রিদিব শঙ্কর ধাড়া
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, বহিত্রকুণ্ডা হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক), পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Globalization is a popular leading issue in the arena of world politics today. Globalization has been flourishing in Indian politics since 1991. Some questions like - how globalization cope with politics, economics and culture of pluralistic society in India? Or has it been pulling at the root of the Indian politics? Have been raised. If we cultivate the seed of globalization in the land of India what type of crops will be produced? And whether its aftermath will help India to bloom or not? It is an important impressive research subject. It is a big question mark how the policy of globalization like free economy, market economy, individual freedom, privatization , hegemony of M.N.C companies , consumerist society, cultural monopoly and theory of 'Night Watchmen State' will be implemented for better India . This philosophy envisages the dream of global village. Again Indian society has been based on caste system, feudalistic tradition and pluralistic society of philosophy. Two philosophies are antithetical to each other. On the other hand a number of challenges such as poverty, malnutrition, illiteracy, unemployment, question of citizen security, boundary problem, Maoism, terrorism, integrity and sovereignty have appeared before the Indian politics. We should primarily efface these challenges for the development of our country. In this context the philosophy of 'Welfare State' are more relevant than 'Minimum State'. we should take such type of philosophy that will help to construct a bright India and protect our country from negative impact of globalization.

Keywords: Globalization, Pluralistic society, Market economy, Global village, Sovereignty, Welfare State.

ভূমিকা: এই নিবন্ধে বলিষ্ঠ, আলোকপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল ও প্রগতিশীল ভারত নির্মাণে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে, বিশ্বায়ন যে মৌলিক দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা গ্রহণ করা সম্ভব নাকি এই দর্শনের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে 'ভারতীয় ঘরানার বিশ্বায়ন' কে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করলে তা অনেক বেশি উপযোগ প্রদান করবে সেটি বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। আজকের বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে বহুল আলোচিত ও চর্চিত বিষয় হল 'বিশ্বায়ন'। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত অগ্রগামী প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করে চলেছে। অগ্রগতির পথ ধরে উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হতে উন্নত রাষ্ট্রে পৌঁছনোর লক্ষ্যে ভারতের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৯১ সাল থেকে উদারবাদের মুক্ত মননের দক্ষিণা হাওয়া ভারতের বিকাশের পথ কে ত্বরান্বিত করতে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর ফলে ভারতরাষ্ট্র

নয়া অর্থনৈতিক নীতি, বেসরকারিকরণ, লাইসেন্স রাজ বিলোপ সহ একাধিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা ভারতীয় রুগ্ন অর্থনীতি কে প্রাণোচ্ছল করতে সাহায্য করেছে। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি ভারতবর্ষের বিকাশের ক্ষেত্রে নব জোয়ার এনেছে। অপরদিকে বিশ্বায়ন বিশ্ব সহ ভারতীয় অর্থনীতিতে আর্থিক বৈষম্যকে দ্বিগুণ গতিতে ত্বরান্বিত করে চলেছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের এক শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে ভারতের মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশ মালিকানা রয়েছে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে ভারতে আর্থিক বৈষম্য কতখানি আকাশচুম্বী। এর ফলে বেকারত্ব, দারিদ্রতা, অপরাধ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সনাতনী ভারতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, মানবিকতা, মূল্যবোধ আজ বিপন্ন। আধুনিক প্রগতিশীলতার বিজ্ঞাপন পরিহিত পশ্চিমি বাণিজ্যিক ভোগবাদী সংস্কৃতির কাছে ভারতীয় চিরায়ত সংস্কৃতির সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, স্নিগ্ধতা, বৈচিত্র্যতা ও বহুত্ববাদী চরিত্র কার্যত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের বিকাশে বিশ্বায়নের ভূমিকা মিশ্র প্রকৃতির।

বিশ্বায়ন কি ?

আজকের বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্ব অর্থনীতির কোন আলোচনা সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না 'বিশ্বায়ন' এর আলোচনা কে বাইরে রেখে। কারণ বিশ্বায়নের সহিত বিশ্ব অর্থনীতির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তির আসনে বিশ্বায়ন অধিষ্ঠান করছে। বিশ্বায়ন শুধুমাত্র অর্থনীতি কে নয়, বিশ্ব রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি কে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। এতদস্বত্ত্বেও বিশ্বায়নের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কারণ এর বহুমাত্রিক রুপ রয়েছে। তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিশ্বায়ন হল এমন একপ্রকার প্রক্রিয়া যার দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার ভৌগলিক সীমারেখা কে অতিক্রম করে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সারা বিশ্ব কে এক ভুবন গ্রামে পরিণত করতে চায়।

U.N.O ডকুমেন্টে বিশ্বায়ন কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবেই:

The UN document defines globalisation as 'increased and intensified flows between countries'. These flows are of goods, services, capital, ideas, information and people, which produce national cross-border integration of a number of economic, social and cultural activities. [১]

Joseph Stiglitz, an economist and winner of the Nobel Prize defines Globalization as follows:
Globalization "is the closer integration of the countries and peoples of the world ...brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flows of goods, services, capital, knowledge, and people across borders." (from *Globalization and its Discontents*) [২]

বিশিষ্ট নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ **অমর্ত্য সেন** একটু ভিন্ন ভাবে বিশ্বায়ন সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন :

Globalization is not global westernization according to Amartya Sen in his 2002 article "How to judge globalism". There is no time like the present, when globalization is getting a bad rap because of the financial crisis, to recall some of his arguments. For Sen, globalization is neither new, nor entirely western, nor a curse. But its benefits are not shared fairly. That is the problem to be tackled.[৩]

বিশ্বায়ন ও ভারতীয় রাজনীতি :স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষ গতিশীল বিশ্ব রাজনীতির সুদীর্ঘ যাত্রাপথের চড়াই উতরাই অতিক্রম করে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেকে বিশেষ জায়গায় আসীন করতে সক্ষম হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত রাষ্ট্র তাঁর মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটিয়ে সময় উপযোগী ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কখন ও পিছপা হয়নি। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের পরাধীনতা থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে, তৎকালীন সময়ে বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিমেরু কেন্দ্রিকতা বিদ্যমান ছিল। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের (মার্কিন ও

সোভিয়েত ইউনিয়ন) আহ্বান উপেক্ষা করে, ভারতরাষ্ট্র যেভাবে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় বিদেশনীতির রুপকার নেহেরুজির নেতৃত্বে বিশ্ব রাজনীতিতে তৃতীয় একটি মঞ্চ থেকে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য ও মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নামে পরিচিত তা বিশ্ব রাজনীতির এক নয়া দিগন্ত সূচিত করেছিল। ভারতবর্ষের এই পদক্ষেপ বিশ্বের গণতন্ত্র প্রিয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

নেহেরুজি ভারতবর্ষে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই নীতি কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে (১৯৫৫)গৃহীত হয়েছিল। সেইসময় ভারতরাষ্ট্র অনেকখানি সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। যার ফলে ভারত রাষ্ট্র 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নীতি' গ্রহণ করেছিল। তৎকালীন সময়ে নেহেরুজির সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝৌ এন লাই এর এক ঐতিহাসিক 'পঞ্চশীল চুক্তি'(১৯৫৪)স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যে নীতির ওপর ভিত্তি করে বর্তমান ভারতবর্ষের বিদেশনীতি আজও পরিচালিত হচ্ছে। আবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির সময়ে গৃহীত কতগুলি কর্মসূচি যেমন, 'গরিবী হটাও কর্মসূচি' ব্যাংক বীমা কোম্পানির জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপ, কিংবা 'বিশ দফা কর্মসূচি' এসব নীতি সমাজতান্ত্রিক সমাজের বার্তা বহন করে। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধি ভারতে 'ভারতীয় ঘরানার সমাজবাদ' কায়েম করতে চেয়েছিলেন। সমসাময়িক ভারতের বাস্তব চাহিদা বাধ্য করেছিল সরকার কে এধরনের নীতি গ্রহণ করতে।

নব্বই এর দশক থেকে বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নয়া পথে পরিচালিত হতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন কারণে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব বিশেষ ভাবে প্রকট আকার ধারণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের অন্তিম যবনিকা পতন হয়েছিল। সারা বিশ্বে একমেরু কেন্দ্রিক বিশ্ব কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশ্ব রাজনীতির এই প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে ও পড়েছিল। ১৯৯১ সালে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নরসীমা রাও এর অর্থমন্ত্রী ছিলেন ডঃ মনমোহন সিং তাঁর হাত ধরে ভারতীয় রাজনীতি উদারনীতি পথে যাত্রা শুরু করেছিল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও P.P.P (Public Private Partnership)মডেলে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ব্যাংক, বীমা, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ও বেসরকারি বিনিয়োগ অনুমোদন পেতে শুরু করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যেন F.D.I (Foreign Direct Investment) ৪৯% সীমাবদ্ধ থাকে এ বিষয়ে একটি বিল ২০১৪ সালের ৬ই আগস্ট পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক কালে সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেগুলির সহিত বিশ্বায়নের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা Digital India, Skill India, Transparent India, Transforming India, Emerging India, Make in India, Good Governance, E-Governance, Cash Less Economy, F.D.I. G.S.T এর মতো কর্মসূচির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে পারি। সরকারের এসব কর্মসূচী ভারতবর্ষে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে।

ভারতবর্ষের বিকাশে বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব: সাম্প্রতিক বিশ্বে বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই মুক্ত নয়। বিশ্বায়ন আজকে প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। ভারতরাষ্ট্র ও তাঁর ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়। নব্বই এর দশকে সমকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছিল উদারনৈতিক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বায়ন কে স্বাগত জানাতে। তাঁর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' 'লাইসেন্স রাজ বিলোপ' বেসরকারিকরণ কে স্বাগত জানানো প্রভৃতি নীতির মাধ্যমে ভারতরাষ্ট্রের উদারীকরণের প্রক্রিয়া আরও কয়েকগুণ সমৃদ্ধশালী হয়েছে। আমরা এখন দেখবার চেষ্টা করব বিশ্বায়ন কিভাবে ভারতরাষ্ট্রের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

শিল্প কলকারখানা : বিশ্বায়ন সারা বিশ্বের বাণিজ্যের দ্বার কে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর ফলে সারা বিশ্ব লগ্নি পুঁজির অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার জাল বিস্তারিত হয়েছে। আজকের বিশ্বের যে কোন প্রান্তে কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা যায় ও কলকারখানার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী অবাধে বিশ্বের সর্বত্র পাঠানো যায়। কারণ আমদানি রপ্তানি ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার নিয়ম কানুন শিথিল করা হয়েছে। সারা বিশ্বের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছে ভারতবর্ষ শিল্প স্থাপনের আকর্ষণীয় জায়গায় পরিণত হয়েছে। ভারতে সুলভ শ্রমিক, সস্তা কাঁচামাল সহ পণ্য সামগ্রী বিক্রির বিপুল বাজার রয়েছে। তাই শিল্পপতিদের কাছে লোভনীয় ও উর্বর শিল্প-ভূমি হিসাবে ভারতরাষ্ট্রের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। বিদেশী শিল্পপতি ও M.N.C কোম্পানিগুলির শিল্পে বিনিয়োগের ফলে শিল্প ক্ষেত্রে পরিকাঠামো বিকাশের পাশাপাশি নতুন নতুন কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে সরকারের শিল্প বান্ধব নীতি গ্রহণের ফলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় নব গতি সঞ্চারিত হয়েছে। যদিও ভারত রাষ্ট্র একটি কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে সর্বজনবিদিত। এতদস্বত্ত্বেও ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিল্পায়নের একটি ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বের অর্থনীতির অগ্রগতি ও বিকাশধারার ক্ষেত্রে একপ্রকার সমরূপতা এসেছে। বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে W.T.O, W.B , I.M.F ও GATT চুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৪৭ সালে যে GATT চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ভারত রাষ্ট্র ও সেই GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তির এর সদস্য ছিল। এসব কিছুর ফলে বর্তমানে সারা বিশ্ব L..P.G (Liberalisation, Privatisation and Globalisation) মডেলে পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি (২০১৭) বিশ্ব ব্যাংকের একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের বৃহত্তম দশটি দেশের অর্থনীতির মধ্যে ভারতের স্থান সপ্তম, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে রয়েছে, মার্কিন, চীন ও জাপান। [৪] অপরদিকে ২০১৬ সালে ফোবস পত্রিকার প্রকাশিত রিপোর্টে **'The World's Most Innovative Companies'** তালিকায় ১০০ টি কোম্পানির মধ্যে ৫ টি ভারতীয় কোম্পানি জায়গা করে নিয়েছে। এই কোম্পানিগুলি হল Asian Paints, Hindustan Unilever, Tata Consultancy Services, Sun Pharma and Larsen & Toubro । [৫] এছাড়া ভারতবর্ষে উদার অর্থনীতি গ্রহণের সময় থেকে G.D.P (*Gross Domestic Product*) ও G.N.P (Gross National Product) এর বৃদ্ধির হার (২০০৬- ৯.২ ও ২০০৭-৯.০)উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ ও ভারতীয় অর্থনীতির স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক শুভ সংকেত। [৬] এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষের আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এক আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করে চলেছে।

কৃষি: আজও পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির মূলভিত্তি হল কৃষি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল।[৭] ভারতের G.D.P এর সিংহভাগ অর্থ আসে কৃষি থেকে, তাই কৃষির বিকাশের সহিত ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত। ২০১৫-২০১৬ আর্থিকবর্ষে G.D.P এর ১৭.৪ শতাংশ এসেছে কৃষি থেকে, অপরদিকে ২০১৩-২০১৪ আর্থিকবর্ষে তাঁর পরিমাণ ছিল ১৮.৩ শতাংশ।[৮] বিশ্বায়ন ভারত রাষ্ট্রের কৃষি অর্থনীতির ওপর একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে ভারতরাষ্ট্রের কৃষি নীতির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। ভারতবর্ষে কিছু কৃষিভিত্তিক শিল্প রয়েছে যেমন পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, চা শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রভৃতি। এসমস্ত শিল্পগুলি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

স্বাধীনত্তোর ভারতরাষ্ট্র খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী আমদানি করত। কিন্তু ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে একপ্রকার প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। সেইসময় ভারতকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করবার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন রাষ্ট্র নেতাগণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর জন্য সরকার কর্তৃক একাধিক কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে ভারতকে শক্তিশালী

করবার জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution) কর্মসূচী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল-

ক) কৃষি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা ও ভারতরাষ্ট্র কে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করা।

খ) কৃষি ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা।

সবুজ বিপ্লবের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পাঞ্জাব সহ বেশকিছু রাজ্যের অর্থনীতি কে বদলে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে I.R.D.P (*Integrated Rural Development Programme*) S.F.D.A (*Small Farmers Development Agency*) এর মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। নব্বই এর দশক থেকে W.B I.M.F ও S.A.P (Structural Adjustment Policy) নীতির প্রভাব ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রে পড়েছিল। ১৯৯১ সালে N.E.P নীতির প্রভাব থেকে ভারতীয় কৃষি মুক্ত ছিল না। ২০০০ সালে N.E.P (New Economic Policy -১৯৯১) এর মধ্যে N.A.P (*National Agriculture Policy - 2000*) নতুন কৃষিনীতি ঘোষণা করেছিল।

বিশ্বায়নের হাত ধরে ভারতীয় কৃষিতে ও লগ্নি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এর ফলে উন্নত মানের সার, বীজ, কীটনাশক ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে কৃষক সহ ভারতীয় অর্থনীতি উভয়ই লাভবান হয়েছিল। তবে কৃষক কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে স্বাধীনতা হারিয়েছিল। কৃষক কি ধরনের কৃষিজ পণ্য কতখানি উৎপাদন করবে তা বাজারের ক্রেতার চাহিদার ওপর বিষয়টি নির্ভর করত। এখানে কৃষকের কোন প্রকার স্বাধীনতা ছিল না।

বর্তমানে ভারত আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভর শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত পণ্য সামগ্রী ভারত আজ বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। ভারতীয় কৃষিজ পণ্য সামগ্রীর চাহিদা বর্তমান বিশ্বে রয়েছে। কৃষিজ পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ভারত বিশ্বের কৃষি মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছে। কতগুলি পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে ভারত এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে আমরা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে পারি ধান, আলু, লেবু, কলা, জুট, দুধ ও চা প্রভৃতির নাম। কৃষিক্ষেত্রে ভারতের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে বিশ্বায়ন।

শিক্ষা : যে কোন জাতির বিকাশ ও অগ্রগতির পেছনে শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে থাকে। শিক্ষা বিবেকবান, সংস্কৃতিবান ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ তৈরিতে সহযোগিতা করে। তাই মানব সম্পদ বিকাশে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। একারণে বর্তমান দিনের জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রগুলিতে রাষ্ট্র কর্তৃক সর্বজনীন শিক্ষার বিকাশে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন ভারতবর্ষে সর্বশিক্ষা অভিযান (২০০০), জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮), মিড ডে মিল (১৯৯৫) শিক্ষার অধিকার আইন, (The Right of Children to Free and Compulsory Education Act , 2009) নারী শিক্ষার প্রসারে বর্তমান বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও (Beti Bachao, Beti Padao Yojana -2015) এর মতো কর্মসূচির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। এতদস্বত্ত্বেও ভারতের একটি অংশের নাগরিকদের এখনও শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে ৭৪.০৪ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত, এর মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ৮২.১৪ শতাংশ ও মহিলাদের শিক্ষার হার ৬৫.৪৬ শতাংশ। [৭]পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখনও ২৬ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আলোর বাইরে রয়েছে। তাই সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শিক্ষার সুযোগ পোঁছে দেওয়ার জন্য ও উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে পারলে কাজটি, আরও ত্বরান্বিত হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভারতবর্ষে নব্বই এর দশক থেকে অর্থনীতির পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনের উন্মুক্ত প্রান্তরে ও উদারীকরণের মুক্ত দক্ষিণা হাওয়া বইতে শুরু করে। তাঁর ফলশ্রুতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ, দূর শিক্ষার কর্মসূচি, বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের যৌথ কর্মসূচীতে বিভিন্ন প্রকল্প, E-education, E-learning এবং E- Class Room প্রভৃতির মাধ্যমে

শিক্ষার বিকাশ ঘটে চলেছে। এর ফলে অধিকাংশ সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা সম্ভবপর হয়েছে। সার্বিক শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনেস্কোর মতো সংগঠন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধনে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। পণ্যের ভুবনিকরণের মতো শিক্ষার ও ভুবনিকরণ সংগঠিত হয়ে চলেছে। আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে নিত্যনতুন গবেষণা সেটি শুধুমাত্র কোন একটি দেশের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর সুফল সারা বিশ্বের সকল মানুষ ভোগ করতে পারে। বিশ্বায়ন আজকে সারা বিশ্বের মুক্ত চিন্তার দ্বার উন্মক্ত করেছে। সারা বিশ্ব কে জ্ঞান চর্চার পীঠস্থানে পরিণত করেছে।

প্রশাসনিক : আজকের বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, পারস্পারিক নির্ভরশীলতাই বর্তমান রাষ্ট্রের ভিত্তি। বর্তমান প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নীতি হোক কিংবা বৈদেশিক নীতি হোক উভয় ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র এককভাবে বিচ্ছিন্ন কোন নীতি গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিটি রাষ্ট্রকে বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যাবতীয় নীতি গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া আজকের প্রশাসনিক বিষয়ে পরিচিত দুটি দিক হলো 'সু-শাসন' ও 'বৈদ্যুতিন প্রশাসন'।সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত হল স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, জনগণের অংশগ্রহণ এগুলি কে সুনিশ্চিত করা। বিশ্বায়ন এই শর্তগুলি বাস্তবায়নের অনুকুল পরিবেশ তৈরি করে।

স্বচ্ছতা (Transparency): প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্বায়নের ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সৌজন্যে তথ্য প্রযুক্তি দুনিয়ায় অভাবনীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আজকের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'বৈদ্যুতিন প্রশাসন' চালু হওয়ার ফলে অত্যন্ত স্বচ্ছতা, দ্রুততা ও গতিশীলতার সহিত প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে দুর্নীতির আশঙ্কা অনেক কমেছে।

দক্ষতা (Efficiency): আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হওয়ার কারণে প্রশাসনের কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প কর্মচারী দ্বারা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালিত হওয়ার ফলে আর্থিক ব্যয় অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। আজ সরকারি প্রশাসন বনাম বেসরকারি প্রশাসনের মধ্যেকার পরিষেবা প্রদানের লড়াই চালু হয়েছে। এমনকি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে (রেশন কার্ড, জন্ম শংসাপত্র, মৃত্যু শংসাপত্র, জাতিগত শংসাপত্র, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জমির দলিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পেনশন, ইন্সিওরেন্স ও বীমা প্রভৃতি) বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে।

জনগণের অংশগ্রহণ (People Participation): আজকের ভারতীয় জনগণ শুধুমাত্র নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে শাসক কে নির্বাচিত করার মধ্যদিয়ে তাঁর দায়িত্ব শেষ করে না, প্রশাসনিক বিভিন্ন প্রকল্পের গতিপ্রকৃতি (যেমন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এর মতো প্রকল্প প্রভৃতি) সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখে, তাই আজকের ভারতীয় নাগরিক অত্যন্ত জাগ্রত নাগরিক হিসাবে কাজ করে। এর ফলে প্রশাসনিক কাজে মানুষের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা দুই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, যা ভারতীয় গণতন্ত্র সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে পর্যবসিত করবার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। একটি পরিসংখ্যান দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে, ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতবর্ষ ইন্টারনেট ব্যবহারে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। যা ভারতবর্ষের বৈদ্যুতিন প্রশাসনের বিকাশের ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক সংকেত।

রাজনীতি : আজকের সারা বিশ্বব্যাপী বিশ্বায়নের বিজয়রথ অপ্রতিরোধ্য ভাবে এগিয়ে চলেছে, কিছু ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে বিশ্বায়ন বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হলে ও বিশ্বায়নের বিপরীত অর্থনৈতিক দিশা দেখাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বর্তমান সময়ে যে সমস্ত দেশ নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসাবে পরিচিত করতে

অধিক আগ্রহী, সেই সমস্ত দেশগুলি ও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে 'বাজার অর্থনীতির' দর্শন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তাঁর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ।

সারা বিশ্বের অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রে ও বিশ্বায়নের গভীর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিশ্বায়ন যে রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা কে সীমিত করবার কথা বলা হয়। এই রাজনৈতিক দর্শনের সন্ধান পাই নজিকের 'সীমিত রাষ্ট্র' ধারণা কিংবা 'নৈশ প্রহরী রাষ্ট্রের' ধারনার মধ্যে। বর্তমান ভারতরাষ্ট্রে নেহেরু ও ইন্দিরার সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অবসান ঘটেছে। মুক্ত অর্থনীতি, বেসরকারিকরণ এর ছোঁয়া আজকের ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। রাষ্ট্রের জণকল্যাণকামী চরিত্র ও ভর্তুকি ব্যবস্থা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে, তাঁর জায়গায় বেসরকারিকরণ কিংবা P.P.P মডেলের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। ব্যাংক বীমা সহ এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ও বেসরকারিকরণের অবাধ প্রবেশ ঘটছে। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী ইস্তাহারে ও বিশ্বায়নের প্রভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন বিনামূল্যে ল্যাপটপ, ফ্রি ওয়াই ফাই পরিষেবা, স্মার্ট সিটি, বৈদ্যুতিন প্রশাসন চালু করা, সুশাসনের কিংবা ক্যাশলেস অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই চিত্র প্রমাণ করে বিশ্বায়ন ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহল কে কতখানি আন্দোলিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিশ্বায়ন আজকে ভারতীয় নাগরিকের চিন্তা, চেতনা ও মননে এক বিশেষ জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

সংস্কৃতি: 'বহুত্ববাদ' ও 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যটা' ভারতীয় সংস্কৃতির এক অভিনব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সাংস্কৃতিক সৌন্দর্যটার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি আজ ও বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে। ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে যেমন পণ্ডিত নেহেরুর 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার' প্রভাব রয়েছে, ঠিক তেমনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব রয়েছে। আবার দলিত সম্প্রদায়ের মুক্তির অগ্রদূত ভীম রাও রামজি আম্বেদকর এর প্রভাব রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ভারতের সনাতনী নিজস্ব ঘরানার সংস্কৃতি, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উদারবাদী পশ্চিমি মুক্ত সংস্কৃতির প্রভাব। সবকিছু নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি রুপে, গুণে ও বর্ণে অপরূপ নান্দনিক সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে।।[৯]

বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পশ্চিমি সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে এক নব শিহরণ জাগিয়েছে। এই সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সমাজে ভোগবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার ফলে মানুষের আচার, আচরণ, রীতিনীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক ও পরিচ্ছদ এসব কিছুর মধ্যে একপ্রকার পরিবর্তন এসেছে। এমনকি বিনোদনের সনাতনী সংজ্ঞা আজকে বদলে গেছে। বিনোদন জগত আজকের একপ্রকার লোভনীয় বাণিজ্যিক ও মুনাফার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। যা বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধনে সহায়তা করে চলেছে। ইউনেস্কোর মতো সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে পথের দিশারি হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, টুইটার ও অর্কুট প্রভৃতি) বিনোদনের দুনিয়ায় এক বিশেষ জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছে।যা অতীতে কল্পনা করা যেত না। সৌন্দর্য, ফ্যাশন চেতনা ও বিজ্ঞাপন দুনিয়াকে কেন্দ্র করে কর্মসংস্থান ও আয়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তাই আজকের একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতি প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, উদারনীতিবাদ, সমাজবাদ ও জনকল্যাণকামী আদর্শের দর্শনে এক মিশ্র সংস্কৃতির রুপ পরিগ্রহ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হলে ও অপরদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু দিক বিশ্ব সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে ও রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতবর্ষের বিকাশে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব: বিশ্বায়ন ভারতবর্ষের আর্থ, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে শুধুমাত্র সমৃদ্ধি, অগ্রগতি কিংবা প্রগতির বার্তা নিয়ে আসেনি, কিছুক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ভারতীয় জনজীবনে একপ্রকার নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ভারতবর্ষের অগ্রগতি ও বিকাশের পথে বিশ্বায়ন কিভাবে অন্তরায় হিসাবে কাজ করে চলেছে, তা নিম্নে আলোচিত হল।

আর্থিক : বিশ্বায়ন কে অনেকে আর্থিক সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল হিসাবে অভিহিত করতে চান। কারণ বিশ্বায়ন বাজার অর্থনীতির নীতিতে বিশ্বাসী । বাজার পরিচালিত হয় ক্রেতার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে। ক্রেতার সাধারণ চরিত্র হল ক্রেতা সেই পণ্যসামগ্রী ক্রয় করবে, যে পণ্য সামগ্রী কম মূল্যে বেশী উপযোগ দিতে সক্ষম হবে। পণ্য কেনাকাটার সময় ক্রেতার মধ্যে জাতীয়তাবাদ কাজ করে না। আর এই সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে বিত্তশালী দেশগুলি নিজেদের উন্নত মানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সৌজন্যে কম মূল্যে বেশী উপযোগ দিতে সক্ষম এমন পণ্য সামগ্রী তৈরি করে। সাধারণ ক্রেতা সেই পণ্য সামগ্রী কেনাকাটা করে, এর ফলে বিশ্ববাজারে ধনী দেশগুলি তাঁর পণ্য সামগ্রী অধিক পরিমাণে বিক্রি করতে সক্ষম হয় ও অধিক বেশী মুনাফা লাভ করে। অপরদিকে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের পণ্য সামগ্রী বাজারের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়। আর্থিক ভাবে এই সমস্ত দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়। এই সমস্ত দেশের শিল্প কলকারখানা বন্ধ হতে শুরু করে, সাধারণ মানুষ ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়ে। বিশ্বায়নের এই নেতিবাচক প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে ও পড়তে শুরু করেছে।

বিশ্বায়ন সম্পদের কেন্দ্রিকরণ ঘটিয়ে বিশ্বে একপ্রকার কৃত্রিম অসাম্য তৈরি করেছে। বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলি W.B I.M.F W.T.O এরা মুষ্টিমেয় কতগুলি দেশের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে ধনী রাষ্ট্রগুলি আরও ধনী হচ্ছে, গরীব রাষ্ট্রগুলি আরও গরীব হচ্ছে। এমনকি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও এই আর্থিক বৈষম্য ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করছে। সম্প্রতি (২০১৭, জানুয়ারি) Oxfam তাঁর World Economic Forum (WEF) বাৎসরিক মিটিং থেকে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অসাম্যের ওপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, রিপোর্ট অনুযায়ী এক শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে ভারতের মোট সম্পদের ৫৮ শতাংশ সম্পদ রয়েছে।[১০] এই পরিসংখ্যান ভারতবর্ষের আর্থিক বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। সর্বোপরি বিশ্বায়ন চায় নিজের সাঁচে বিশ্ব অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে। আজকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারত সহ সমগ্র রাষ্ট্রের অর্থনীতির এক নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যতের ওপর ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল।

রাজনীতি: বিশ্বায়ন জাতি রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সার্বভৌমিকতা কে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আজ বিপন্ন। জাতি রাষ্ট্র বিশ্বে কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করতে পারে না। রাষ্ট্রগুলি সেই স্বাধীনতা আজকে হারিয়েছে। এর পরিবর্তে বিশ্বায়ন বিশ্ব পরিচালন ব্যবস্থার পক্ষে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। যদি ও বিশ্বে সে ধরণের পরিচালন ব্যবস্থা এখনও গড়ে ওঠেনি।

অপরদিকে বিশ্বায়নের ফলে রাষ্ট্রগুলি বাধ্য হচ্ছে, নাগরিকদের প্রতি তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ক্রমশ সীমিত করতে। বাজার অর্থনীতি ও তাদের লালিত ও পালিত করবার জন্য যে সংস্থাগুলি বর্তমান বিশ্বে রয়েছে, তারা বাধ্য করছে রাষ্ট্রকে ভর্তুকি কমাতে ও তাঁর জণকল্যাণকামী ভূমিকা থেকে সরে আসতে। তাই আজ সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা অনেকাংশে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বব্যাপী একটি রাজনৈতিক দর্শন উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। এর বিকল্প নেই (There is no alternative) এমন একটি দর্শনে সারাবিশ্ব কে দীক্ষিত করতে চাইছে। এর ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক বহুত্ববাদ ও বিপন্ন হচ্ছে।

শিক্ষা: আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ফলে শিক্ষা কার্যত বাজারি পণ্যে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা আজকে মুনাফা লাভের লোভনীয় কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষালাভ ক্রমশ ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। আর্থিক দিক থেকে দৈন্য সাধারণ নাগরিকদের কাছে শিক্ষা অর্জন একপ্রকার বিলাসিতায় পর্যবসিত হয়েছে। শিক্ষা তাঁর মুখ্য লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বাণিজ্যিক শিক্ষা তাঁর গুণগত উৎকর্ষতার পরিবর্তে ডিগ্রি লাভকে অনেক বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে বহু শিক্ষার্থী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষালাভের জন্য পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় বিদেশী শিক্ষার্থীরা অধ্যয়নের জন্য ভারতে আসছে না। বিশেষ করে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষালাভের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। The

Indian Express এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে (২০১৬ সালের ১৫ই নভেম্বর) সেই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধে বলা হয়েছে :

"THE NUMBER of Indians flocking to the United States for education has increased by around 25 percent this year, according to a report published by the Institute of International Education."[১১]

"One out of every six international students in the US is an Indian, said the Open Doors report published in partnership with the US Department of State's Bureau of Educational and Cultural Affairs."[১১]

সামাজিক: বিশ্বায়ন সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতের সনাতনী ঐতিহ্য কে ধ্বংস করে চলেছে। মানুষের মধ্যেকার সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সহ পরোপকারের মানসিকতা আজ বিপন্ন তাঁর জায়গায় আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থকেন্দ্রিকতা, ধূর্ত ও নীচ মানসিকতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশিষ্ট দার্শনিক হবস ও ম্যাকিয়াভেলি যে 'মানব প্রকৃতির' কথা বলেছিলেন মানব প্রকৃতি সেইরকম আদিম প্রকৃতির রুপ পরিগ্রহ করছে। মানুষের মধ্যে উগ্রতা, হিংস্রতা পশুসুলভ মানসিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। মানুষ নিজের স্বার্থে তাঁর প্রিয়জনকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। এবিষয়ে আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের জনক ম্যাকিয়াভেলির বিখ্যাত উক্তি আমরা উল্লেখ করতে পারি:-

"Men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony" [১২]

শুধু তাই নয় আজকে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙ্গে ক্রমশ নিউক্লিয়ার পরিবারে পর্যবসিত হচ্ছে, এসব কিছুর মূলে রয়েছে বিশ্বায়ন।

সাংস্কৃতিক: বিশ্বায়ন ভারতীয় সংস্কৃতির বহুত্ববাদী চরিত্র কে আঘাত করছে, সারা বিশ্বে সাংস্কৃতিক একত্ববাদ ও প্রভুত্ববাদ কায়েমের চেষ্টা করছে। নিজের ছাঁচে বিশ্ব সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে চাইছে। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি আজকে সংকটের মুখে। এরা পশ্চিমি সংস্কৃতিকে বিশ্বের সেরা ও উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এর জন্য বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করে চলেছে। এটি ঠিকই পশ্চিমি সংস্কৃতির কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু পশ্চিমি সংস্কৃতির নগ্নতাকে পরিহার করা উচিত। অপরদিকে প্রাচ্য সংস্কৃতির যা কিছু ভালো দিক রয়েছে তাও শিক্ষণীয়। তাই আমরা একথা বলতে চাই যে, সংস্কৃতি জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রয়েছে তা দিয়ে বিশ্ব সংস্কৃতি সেজে উঠুক, সেইসঙ্গে বিশ্বায়নের নামে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও পশ্চিমি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ বন্ধ হোক।

পরিবেশ: বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বজুড়ে আধুনিকীকরণ, নগরায়ন ও শিল্পায়নের যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চালু হয়েছে, এর ফলে পরিবেশের ওপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়েছে। যার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও গ্রিন হাউস এফেক্ট এর মতো ঘটনা ঘটে চলেছে যা মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ কে সংকটাপন্ন করে চলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণে কার্বন ডাই অক্সাইড অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। European Commission এবং Netherlands Environmental Assessment Agency তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী ছিল যথাক্রমে, চীন ২৯.৫১%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৪.৩৪%, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৯.৬২%, ভারত ৬.৮% ও রাশিয়া ৪.৮৮% শতাংশ।[১৩] তথাপি পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। পরিবেশ দূষণের জন্য কোন রাষ্ট্র বেশী দায়ী, এনিয়ে বিশ্বের ধনী ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রাজনৈতিক তরজা আজও অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বর্তমানে তামাম বিশ্বের প্রভাবশালী রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ রক্ষায় সদিচ্ছার অভাব বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। যা বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার শুভ উদ্যোগ কে ব্যাহত করেছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯২ সালে রিও কনভেশান, কনফারেন্স অফ পার্টিজ

(কপ) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সম্মেলনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের কথা বলা হয়েছিল। সেখানে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কপ-২১ সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে 'প্যারিস জলবায়ু সন্ধি' গৃহিত হয়েছিল। যেখানে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সহ ১৯৫ জন রাষ্ট্রনেতা স্বাক্ষর করেছিলেন। যা কার্যকর হয়েছিল ২০১৬ সালে। কিন্তু ২০১৭ সালে ১লা জুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্যারিস সন্ধি থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেন। কারণ হিসাবে তিনি বলেছিলেন, এই চুক্তি আমেরিকার পক্ষে অসম্মানজনক, ও তা মার্কিন স্বার্থ বিরোধী। এই চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকাকে 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে' প্রচুর অর্থ দিতে হত।[১৪] এভাবেই আমেরিকা আবারও একবার নিজের রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থের অজুহাত দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ সুরক্ষায় তাঁর দায়িত্ব পুনরায় অস্বীকার করল। প্রথম বিশ্বের ধনী রাষ্ট্রগুলির মানসিকতা এরকমই, বিশ্বায়নের সুফল তাঁরা ভোগ করবে কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে পরিবেশ বিপদগ্রস্ত হলে, নানা অজুহাতে তাঁর দায়িত্ব নিতে তাঁরা নারাজ। এই মানসিকতার পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিকরা সুস্থ পরিবেশে বসবাসের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

উপসংহার: ভারতরাষ্ট্রের বিকাশে বিশ্বায়নের ভূমিকা কেমন? এর এককথায় কোন উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দ্বৈত ভূমিকা বিদ্যমান। একদিকে বিশ্বায়ন ভারতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে ও ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত বিশ্ব সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজীর একটি উক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

"I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed. I want the cultures of all lands to be blown about my house as freely as possible. But I refuse to be blown off my feet by any"[১৫]. - Mohandas K Gandhi

অপরদিকে তেমনি বিশ্বায়ন ভারতকে বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বর্তমান বিশ্বে ভারত এক আলোকপ্রাপ্ত বিকাশশীল রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আজ ভারত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে, সার্কে, (SAARC) বিমসটেক (BIMSTEC) , G4, G20 এর মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলিতে, তৃতীয় বিশ্বের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্ব মানবতা ও পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে, সেইসঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে এক প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। এমনকি পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংস্কারের পক্ষে ভারত আজও সোচ্চার রয়েছে। এসব কিছু সম্ভব হয়েছে বিশ্বায়ন বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চকে উন্মুক্ত করবার ফলে। অপরদিকে বিশ্বায়ন ভারতীয় বহুত্ববাদের সনাতনী ঐতিহ্য কে আঘাত করেছে। তাই বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের অগ্রগতির ইতিহাসে বিশ্বায়নের ভূমিকা মিশ্র প্রকৃতির। তবে একথা সত্য যে, ভারতের মতো দেশের আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় পশ্চিমি বিশ্বায়নের মডেল কে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ দারিদ্রতা, অশিক্ষা ও অপুষ্টির লড়াইয়ে ভারত বিজয়ী হতে চাইলে, সেখানে সীমিত রাষ্ট্রের পরিবর্তে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রদর্শন অধিক উপযোগী। আবার দেশের আর্থিক অগ্রগতির জন্য বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ ও মুক্ত অর্থনীতি কে উপেক্ষা করা যায় না। তবে ভারতীয় আমজনতা যেহেতু সংস্কারের থেকে ভর্তুকির রাজনীতিতে (আম্র রাজনীতি/ Mango Politics) অধিক বেশী আস্থাশীল তাই বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে চরম আর্থিক সংস্কারের নীতিতে পথচলা সম্ভব নয়।

সর্বশেষে একথা বলা যেতে পারে যে, বিশ্বায়ন কে ভারত রাষ্ট্রে স্বাগত জানানো হলেও এর ওপর নিয়ন্ত্রণ জরুরী। যাতে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব থেকে ভারতীয় অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। তাই ভারতবর্ষে পশ্চিমি বিশ্বায়নের মডেল কে অন্ধভাবে প্রয়োগ না করে, দর্শনগত কিছু পরিবর্তন করে

'ভারতীয় ঘরানার বিশ্বায়ন' কে ভারতের মাটিতে প্রয়োগ করলে তা অনেক বেশি উপযোগ দেবে। এর ফলে ভারত রাষ্ট্রের বিকাশের পথ অনেক বেশি মসৃণ হবে।

তথ্যসূত্র (Reference) :

১. DR. Meenu, Impact of Globalisation and Libralisation on Indian Administration , International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 2013, September (Vol.2, No. 9) http://www.indianresearchjournals.com

২. Stiglitz, Joseph. (2002, June) *Globalization and its Discontents.*

৩. Sen on globalization. (2009, May 19) http://www.mrglobalization.com/development/163-sen-on-globalization

৪. Gray, Alex. (2017,March 9) The world's 10 biggest economies in 2017.

৫. Gangal, Neeraj. Five Indian companies ranked among world's 100 most innovative Forbes India, August 24, 2016.

৬. Economic development in India, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_development_in_India#cite_note-GDP_growth-22

৭. Literacy Rate of India - Population Census (2011), http://www.census2011.co.in/literacy.php

৮. Indian Economic Survey key Highlights. (2015-2016).

৯. Prof. Rasam, Vasanti. Globalization and its impact on the political culture of India, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) (Volume 10, Issue 5, PP 25-30) May-June, 2013.

১০. Richest 1% own 58% of total wealth in India: Oxfam, The Hindu, January 17, 2017.

১১. Sahoo, Priyanka. Number of Indian students in the US grew by 25 per cent in 2016, The Indian Express, , November 15, 2016 , https:// www.*indianexpress.com › Education*

১২. Machiavelli, Niccolò. "The Prince", http://izquotes.com

১৩. List of countries by carbon dioxide emissions , wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions

১৪. পাল, গৌতম. প্যারিস চুক্তি মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহার কেন ? বর্তমান পত্রিকা, ৯ই জুন, ২০১৭.

১৫. Mukherjee, Aruni. Gandhi and Globalisation.